

Is this just a coincidence? Or the General has the same priorities as that of Jaamat?

Army chief Lt Gen Moeen: [Daily Star Feb 9, 2007]

In this context, he recalled the grisly scene on Dhaka streets on October 28 last year when some people trampled to death another man-a scene "never seen anywhere in the world. This brutal scene was not only witnessed by people at home but also abroad and "everyone has hated us".

<http://www.thedaily star.net/ 2007/02/09/ d7020901011. htm>

Jaamat mouth piece Sangram:

<http://www.dailysan gram.com/>

Feb 10,2007

২৮ অক্টোবরের খুনীরা এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে-৩ লগি-বৈঠা বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবের অন্যতম নায়ক ডাঃ এইচবিএম ইকবাল

সামছুল আরেফীন : ২৮ অক্টোবরে ঢাকায় লগি-বৈঠা বাহিনীর তাণ্ডবতার অন্যতম নায়ক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ এইচবিএম ইকবাল। তার নেতৃত্বে কয়েকশ' ক্যাডার লগি, বৈঠা, ইট, পাথর ও বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেদিন পল্টন এলাকায় নারকীয় তাণ্ডবতা চালায়। এ নিয়ে ডাঃ ইকবালসহ সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলাও দায়ের করা হয়েছে। এতে ডাঃ ইকবাল নিজে গুলী করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। দীর্ঘ ৩ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও এসব সন্ত্রাসীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

২৮ অক্টোবরের ঘটনার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা যায়, সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত ডাঃ এইচবিএম ইকবাল পল্টন মোড়ের কাছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) অফিসের সামনে তার অনুগত একদল যুবককে হাত নেড়ে সামনে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। এরপরই দেখা যায় ৩ জন পিস্তলধারী যুবক এগিয়ে গিয়ে গুলী ছুঁড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ ইকবালকে পুনরায় হাত নেড়ে নির্দেশ দিতে দেখা যাচ্ছে। এই হাত ইশারার সাথে সাথেই দেখা যায় অস্ত্রধারী ৩ জন যুবক ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে হাঙ্কা কালো রঙের শার্ট পরা যুবক প্রথমে পিস্তল পকেটে ঢুকিয়ে দৌড় দেয় পিছনের দিকে। পর মুহূর্তেই হাঙ্কা নীলের জিন্স শার্টের ওপর গাঢ় নীল রঙের শার্ট ও জিন্স প্যান্ট পরিহিত আরেক যুবক আরও কিছুদূর পিস্তল বহন করে নেয়ার পর প্যান্টের ডান পকেটে পিস্তলটি

চুকিয়ে দৌড় দেয়। তার মুখ কালো রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। আরেক যুবককে দেখা যায় গুলী করার পর ডান হাতে পিস্তল রেখেই বেশ কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে তারপর তা প্যান্টের পকেটে ঢুকায়। এই যুবকের গায়ে ধবধবে সাদা শার্ট এবং জিন্সের প্যান্ট পরা ছিল। শার্ট ইন করা ছিল না। ডাঃ ইকবাল এ সময় ঐ যুবকদের আশেপাশেই ছিলেন এবং তাদেরকে গুলী করার নির্দেশ দিয়েছেন। গুলী করার পর সরে পড়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি ডাঃ এইচবিএম ইকবালকে যখন হাত নেড়ে নির্দেশ দিতে দেখা যায় তারপরই এক যুবককে ঘেরাও করে লগি-বৈঠা বাহিনী নির্মমভাবে পিটাতে দেখা যায়। চতুর্দিক থেকে আঘাতে আঘাতে সে পড়ে যায় রাস্তার কিনারায়। তারপরও তার ওপর চলে লগি-বৈঠার তাণ্ডবতা। এক পর্যায়ে লাশের ওপর উঠে উল্লাস করতেও দেখা যায়। এ ঘটনায় ডাঃ ইকবালকে প্রধান আসামী করে খণ্ডআর মিজানুর রহমান বাদী হয়ে পল্টন থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-০১ (০১/১১/০৬)। মামলায় আরো যাদের আসামী করা হয় তারা হলেন- আওয়ামী লীগ নেতা নয়াটোলার জয়জুল মনির চৌধুরী, তার ভাই আনোয়ার চৌধুরী, আবদুল গফুর বাবুল (১২/১ মীরবাগ), তানভীর (১২/১ মীরবাগ), তুহীন (১০/ই/৪-ডি মধুবাগ), নূরুন্নবী চৌধুরী শাওন (১/বি, মীরবাগ), আমিনুল ইসলাম লোটাস (১০/ই/১, মধুবাগ), অলিউল্লাহ (২১, শাহাজাদা মিয়া লেন, কোতয়ালী)সহ শতাধিক লোক। মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, ‘আমি জীবনে বাঁচার জন্য দৌড় দেওয়ার চেষ্টাকালে আসামী ডাঃ মোঃ ইকবাল তার হাতে থাকা শার্টগান দিয়া আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলী করিলে আমার বুকে গুলী লাগিলে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। অতঃপর জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া নিজেকে হাসপাতালের বেডে চিকিৎসাধীন দেখিতে পাই।’ এভাবে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়েরের পরও ডাঃ ইকবালসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য, ডাঃ ইকবাল ২০০১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে মালিবাগে নৃশংস ঘটনার নায়ক। তার নির্দেশে সেদিন বিএনপির মিছিলে প্রকাশ্যে গুলী করা হয়। এতে ৪ জন বিএনপি ও যুবদল কর্মী নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়